بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -৩১

পরিবেশনায় 

রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরী

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

## “মানুষের সাথে উত্তম কথা বল।”

যবানকে হেফাযত করা ও কলমকে পবিত্র রাখা ইসলামের মহান বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের মহৎ চরিত্রের অংশ। ইসলামের নেতৃবৃন্দ, সেনাপ্রধান ও এর যোদ্ধাদের নীতি ছিল না; মানুষের সাথে মন্দ কথা বলা বা মন্দ বিতর্কে জড়ানো। বরং ইসলামের জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের সঠিক ও নিখুঁত পন্থা ছিল বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা এবং মানুষের উপকারী ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে লিপ্ত হওয়া।

এটাই ছিল সীমান্তের ইবাদতগোযার মুজাহিদগণের নীতি। তারা কেবল হকের মাধ্যমে হক প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। দ্বীনকে দ্বীনের মাধ্যমে সাহায্য করতেন। সুস্পষ্ট উপকারী বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে লিপ্ত হতেন না। তাদের কলম ও যবান ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের পবিত্র, প্রশান্ত ও শোভিত। তারা অমানবতা ও নিম্ন স্বভাবের দ্বারা পদস্খলিত হতেন না।

সীমান্ত প্রহরীদের প্রত্যেকেই সাধারণের রুচির পূর্বে ইসলামের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে শব্দ চয়ন করতেন। তাদের মধ্যে বিচক্ষণগণ একেকটি অক্ষর এমনভাবে কুড়িয়ে নিতেন, যেভাবে ভালো ফলগুলো কুড়ানো হয়।

আমরা এরকমই পাই ইমাম আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন ও তার সমশ্রেণীর সঙ্গীগণকে। আল্লাহ তাদের কবুল করুন! তিনি ছিলেন পবিত্র যবান, উত্তম নিরবতা ও লাগাতার কল্যাণের অধিকারী। উত্তম বিষয় ও প্রণিধানযোগ্য কথা ছাড়া সাধারণভাবে নিরবতাকেই বেছে নিয়েছিলেন। আমরা তাঁর শিবিরের সদস্য ও তাঁর পথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হওয়ার কারণে পক্ষপাতিত্ব করছি না। বরং এটি একটি সত্য সাক্ষ্য যে, তাঁর কাফের শত্রু আমেরিকার সাথে প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিরোধিতার সময়ও তিনি সর্বোচ্চ এটা বলতেন: ‘তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত বিচার পাবে।’

তাই তাঁর নিকট বা তাঁর সাথীদের নিকট যবানকে গালিগালাজ ও অভিশাপে অভ্যস্ত করা, নোংরা কথা-বার্তা ও ভর্ৎসনার মাঠে লড়াই করা, মন্দ উপাধি দিয়ে ডাকার কুরুচি পুরা করা এবং ইতর লোকদের অশ্লীল কথা-বার্তা আমদানি করার নীতি ছিল না। বরং তিনি ইসলামের সকল শত্রুদের সাথেও উত্তম শব্দ ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। তিনি অন্যায়ভাবে মানুষের সম্মানে আঘাত করতেন না। কাউকে অন্য কারো গীবত করতে শুনলে আপত্তি করতেন, তার থেকে দূরে থাকতেন, তারপর তাঁর নিকট তার মর্যাদা একেবারে পড়ে যেত।

তিনি কথা বলার সময় নিম্নস্বরে কথা বলতেন। চলার সময় যারা জমিনে নম্রভাবে চলে তাদের মত চলতেন। এমনকি আমরা যেন তাঁর পদক্ষেপের আওয়াজই শুনতে পেতাম না। যত ছোট লোকই তাকে সম্বোধন করত, তিনি তাঁর কথা শোনার জন্য চুপ হয়ে যেতন, যতক্ষণ না উক্ত বক্তা তার বক্তব্য শেষ করে।

কিন্তু তারপর আল্লাহ আমাদেরকে এমন কতিপয় উত্তরসূরির মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেললেন, যারা নিজেদেরকে জিহাদ, মুজাহিদ এবং ইলম ও আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু উন্নত চরিত্র ও উত্তম স্বভাব নষ্ট করে ফেলেছেন। দামি বস্তুর বিনিময়ে সস্তা বস্তু গ্রহণ করেছেন, মন্দের জবাবে মন্দই ব্যবহার করেছেন এবং মানুষের মাপটা কম বুঝেছেন। আসলে যে কথা মানুষকে উপকার করে না, তা পৃথিবীতে স্থায়ী হয় না।

**তাই হে কলমের বাহকগণ! হে ইসলামের কর্মীগণ!** উশৃঙ্খল শব্দাবলী হতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করুন। তাকওয়ার লাগাম

পরিধান করুন! আপনাদের কলমের দোষ-ত্রুটিগুলো স্বেচ্ছায় প্রকাশ করে দিবেন না। টেলিগ্রামে নাপাক কথা-বার্তা বলা থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ এগুলো নাপাক, যা শয়তানের কাজ। আল্লাহর এই বাণী চিন্তা করুন:

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]

**“মানুষের সাথে উত্তম কথা বল।”(সূরা বাকারাহ: ৮৩)**

সেই জ্ঞানীর বাণীটি কাজে লাগান, যিনি বলেছিলেন:

**হে বৎস, সদ্ব্যবহার একটি সহজ বিষয়... হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, নম্র ভাষা।**

**হে মুজাহিদ প্রজন্ম!** নিজেদেরকে দূরদর্শীতা, সুরক্ষা ও সতর্কতায় অভ্যস্ত করুন! আর আপনাদের কলমকে এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করুন যে, হিংসুকরা যখন অনেক বেশি ভ্রান্ত কথা লিখবে, তখন আপনি অল্প হক কথা লিখবেন। কেননা, হক কথা কম হলেও তাকে কম বলা হয় না। আর হিংসুকদের অবস্থা হীন করার জন্য এবং আল্লাহ তাদেরকে যেভাবে অপমাণিত করেছেন, সেভাবে অপমাণিত করার জন্য তাদের বিষয়গুলো অগ্রাহ্য করার নীতিকে প্রাধান্য দিন। অনেক সময় হিংসুকের সত্য থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে এই ওযর দেখা হয় যে, সে হিংসার আগুনে জ্বলছে। তাই হিংসুকরা যে আগুনে জ্বলছে তার কথা ভেবে তাদের প্রতি দয়া করুন! কারণ, লাকড়ির আগুন নিভানো সহজ, কিন্তু হিংসুকদের অন্তর থেকে হিংসার আগুন নিভানো অসম্ভব।

প্রতিপক্ষের মর্যাদা রক্ষা করুন! অনেক লোক নিজেকে চ্যানেলের পরিচালক দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-ই পরিচালিত। অনেক পর্যবেক্ষকের অবস্থা দেখে বুঝতে পারি না যে, সে একজন অধীনস্ত, বেতনভূক্ত লোক, নাকি গৃহের মালিক। কী দলিল আছে যে, তারা স্বাধীন, অন্যের দ্বারা পরিচালিত না?

**তাই হে আত্মমর্যাদাশীলগণ!** নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন! সত্য বিজয়ী হয়। বাতিল দূর-অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

সুতরাং লজ্জার পোষক খুলে মানুষের সঙ্গে মিশবেন না। তাদের পাথরই তাদের দিকে নিক্ষেপ করবেন না। তাদের লাঠিতেই তাদেরকে প্রহার করবেন না। কারণ, আমরা অধিকাংশ হিংসুককেই দেখেছি, তারা এক খাবারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমরা তাদের নেতৃবৃন্দকে দেখেছি, ফল কাটার পর বৃক্ষে পানি সেঞ্চন করে না! তবে ওই গোষ্ঠীর নেতারা নিজেদের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছে। তাদের কলমগুলো যদি নিয়ন্ত্রণশীল ও অবিচল আদর্শের অধিকারী হত, তাহলে তারা সামান্য সময়ের জন্যও এর সাথে সম্পৃক্ত হত না এবং এটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করত না। কিন্তু তারা দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত প্রাথমিক যোগ্যতাগুলোকে গালিগালাজ ও মন্দ উপাধিতে ডাকার কাজে ব্যবহার করেছে।

এজন্য শ্রেষ্ঠ লোকদের জন্য নিজেদের সময়গুলোকে ইসলামের সুবিশাল উম্মুক্ত সীমান্তসমূহ প্রহরা দেওয়া ও আমল করার মাধ্যমে আবাদ করা ব্যতিত ভিন্ন কোন পথ নেই। আর হিংসুকরা তাদের সময়গুলো আবাদ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনর্থক কথা বলে ও বক্তব্য প্রদান করে। তারপর যখন বছরের শেষ মুহূর্ত আসে, ফসল কাটার সময় হয়, তখন উভয় পুঁজিই ইতিহাস ও উম্মাহর সামনে রাখা হয়। যাতে উম্মাহ দেখে ফায়সালা দিতে পারে, কোন পথটি অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও সঠিক।

**হে কলামিষ্টগণ! হে কথার কারিগরগণ!** আপনারা বেবিলনের সেই মূর্তির ন্যায় হওয়া থেকে সাবধান, যার ব্যাপারে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন:

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [ابراهيم: ٣٦]

**“হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে।”(সূরা ইবরাহীম: ৩৬)**

তাই মানুষের মাঝে সদ্ব্যবহার ও সৎকর্মের যে চিহ্নটুকু অবশিষ্ট আছে, তা রক্ষা করুন। আপনাদের তো কাজই হল মানুষকে নিম্নস্বভাব পরিহার ও উন্নত স্বভাবে সজ্জিত হওয়ার প্রতি আহ্বান করা। আপনারা এমন ময়দানে অবতীর্ণ হবেন না, যার ব্যাপারে আপনাদের বিশেষ জ্ঞান নেই। এমন পথে অনুপ্রবেশ করা থেকে পরিপূর্ণ বেঁচে থাকুন, যাতে আপনি ভালোভবে চলতে পারবেন না।

বিচক্ষণ ও জাগ্রত হোন! আল্লাহ মুজাহিদগণের উপর যে আমানত অপর্ণ করেছেন, তা স্মরণ রাখুন। জেনে রাখুন! গালি ও নিন্দা মানুষকে ধ্বংস করার পূর্বে স্বয়ং গালিদাতাকে ধ্বংস করে।

এসবকিছুর উদ্দেশ্যই তো একটাই, যেন এর মাধ্যমে এককভাবে তাদের গুরুজনদের আস্থা অর্জন করতে পারে, তাদের উম্মাহর আস্থা অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্পদগুলো নিজেদের করতলগত হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য কারো ক্ষেত্রেই গোপন থাকে না। আল্লাহ লজ্জাশীলদের প্রতি দয়া করুন! তাই যে ই মানুষের এ ধরণের খাবার গ্রহণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার কারণে মারা গেছে। তার শত্রুর সামনে যুদ্ধে তার অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে গেছে।

যে এমন হবে, সে শত্রুর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর বন্ধুকেও আনন্দিত করতে পারবে না। কারণ, সচেতন মুজাহিদগণ যেমনিভাবে দৈহিক দিক থেকে উত্তম খাবারের প্রয়োজনবোধ করেন, যেন এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ চালিয়ে যেতে শক্তি লাভ করতে পারেন, তেমনি

আখলাক ও বৈশিষ্টের দিক থেকেও তারা উত্তম খাবারের মুখাপেক্ষী থাকেন। যেন এর মাধ্যমে লাগাতার উচ্চস্তর অর্জনের ক্ষেত্রে শক্তি লাভ করেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র সাহায্য প্রার্থনাস্থল। যে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে, সে সাহায্য পায় না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:**

**আমি ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কিনারে একটি ঘরের যিম্মাদার, যে সঠিকপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে। আর ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের যিম্মাদার, যে কৌতুক করে হলেও মিথ্যা পরিহার করে। আর ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উচ্চস্তরে একটি ঘরের যিম্মাদার, যে নিজের চরিত্রকে সুন্দর করে।**

**হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত:**

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বিষয়টি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? বললেন: আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র। আরো জিজ্ঞেস করা হল, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? বললেন: মুখ ও লজ্জাস্থান।**